বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৫-১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৫-১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৯ সালের (১৪২৫-১৪২৬ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে কোন স্মারকলিপি না থাকায় এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো না।

বিনীত

[ড. মোহাম্মদ সাদিক]
চেয়ারম্যান

[মোঃ আবুল কালাম আজাদ]
সদস্য

[প্রফেসর ডাঃ শাহ্ আবদুল লতিফ]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন]
সদস্য

[শেখ আলতাফ আলী]
সদস্য

[কামাল উদ্দিন আহমেদ]
সদস্য

[মোঃ মোখলেছুর রহমান]
সদস্য

[মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা]
সদস্য

[নুরজাহান বেগম এনডিসি]
সদস্য

[কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর]
সদস্য

[প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক]
সদস্য

[মোঃ ফজলুল হক]
সদস্য

[আবদুল মান্নান]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জোহা]
সদস্য

[এস. এম. গোলাম ফারুক]
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
০৯ পৌষ ১৪২৬/২৪ ডিসেম্বর ২০১৯

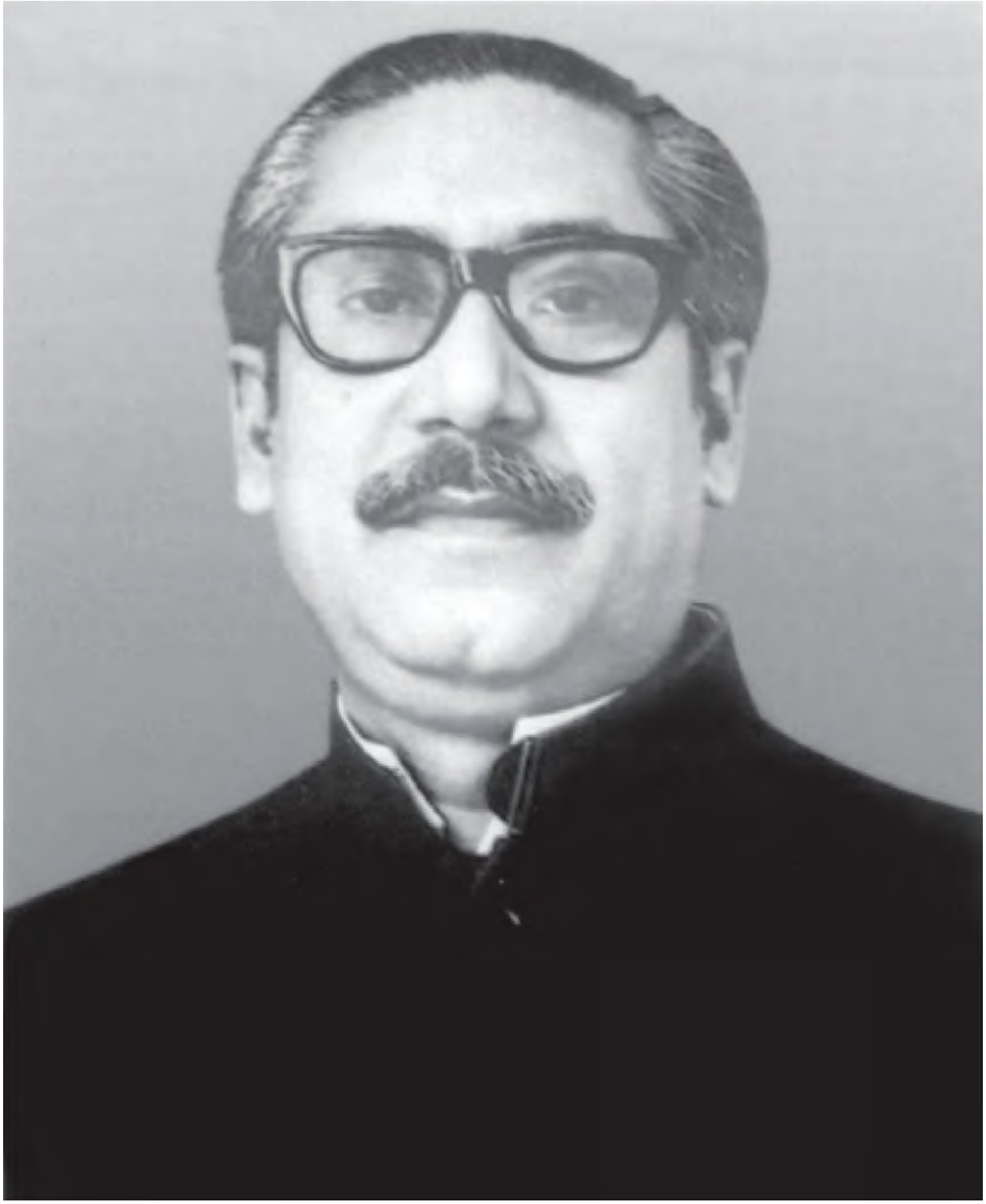

'সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত উপহার দিতে হবে।'

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিববর্ষের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর হাতে ৮ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই একটি জাতির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও জনসেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের পূর্বেই সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সংবিধানের মধ্যে তা সন্নিবেশিত হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রমে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী সুপারিশের সাংবিধানিক দায়িত্ব এই কমিশনের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর দফা (১) অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কমিশন ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান কমিশন প্রতিবছর নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে। প্রতিবছরে ন্যূনতম একটি বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হচ্ছে। ২০১০ সালে প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড-১৩তম গ্রেড] পদে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা ও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা মিলিয়ে মোট ৪৮টি পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শুধু ক্যাডার পদে কমিশন কর্তৃক ৭৫,৩৫৭ জন প্রার্থী নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ৩টি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশনের দায়িত্ব পালনে কমিশনকে মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কমিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ সন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ এবং পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে সেজন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সার্ভিসের স্বনামধন্য সাবেক ও কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়সহ যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সহযোগিতা পেয়েছে তার জন্য কমিশনের তরফ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমার সহকর্মী সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যগণ যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন সেজন্য তাঁদেরকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন এবং এ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশের জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট এবং শাখা থেকে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল থাকলে পরবর্তীতে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান দেশের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহারেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি।

২০২০ সাল জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। তাই এ সময়কে সামনে রেখে প্রজাতন্ত্রের নিবেদিতপ্রাণ, দেশপ্রেমিক যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় কর্ম কমিশন তাঁর দায়িত্বপালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

[ড. মোহাম্মদ সাদিক]
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২০১৯ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কমিশনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী

- ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ঢাকায় এবং কমিশনের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে **জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সেবা প্রদানে সততা, নিষ্ঠা ও গণমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা** বিষয়ক সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুজিববর্ষে সারা বছরব্যাপী ঢাকায় ও কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারসমূহ অনুষ্ঠিত হবে।

সুপারিশ

- ৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৬৯২ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ৮৮৪ জন সর্বমোট ১,৫৭৬ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।
- ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে ৪,৭৯২ জন ডাক্তারকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান।
- সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ২৩০ জন এবং ১০ম গ্রেডে ২৬১ জন সর্বমোট ৪৯১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ২,৫৭৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান।

নিয়োগ পরীক্ষা

- ৩৮তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা চলমান।
- ৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস এর সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিসিএস পরীক্ষাসহ মোট ১৪৬টি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৬ষ্ঠ গ্রেডের উচ্চতর ক্যাডার পদে ০৭ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০৮টি বাছাই পরীক্ষা, ১১টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৩ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০ম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ২৮টি বাছাই পরীক্ষা, ৩৪টি লিখিত পরীক্ষা ও ১৮ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্ন মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ

- প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার [ইন্টারনেট সংযোগবিহীন] এবং প্রিন্টারের সমন্বয়ে কমিশন ভবনে একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে মোট ৭৫টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ৬১টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৩টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

নিয়োগ কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ২২৮৪টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাদের নিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা করা হয়েছে।

কমিশন সভা

- ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে ১৪টি বিশেষ সভা ও ০২টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন উদ্যোগ

- বিসিএস পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের সহায়তা প্রদানের জন্য শ্রুতিলেখক হিসেবে প্রশিক্ষিত রোভার স্কাউটস সদস্যদের নিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পদে কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণের বিষয়ে সরকারের নিকট হতে একটি প্রস্তাব কমিশনে পাওয়া গেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- বিসিএস পরীক্ষার অনলাইন আবেদনপত্র যুগোপযোগী করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনপূর্বক আরও আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

- বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ক্রমানুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন না করে দৈবচয়নের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হতে মৌখিক পরীক্ষার দিন সাক্ষাৎকার বোর্ডে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমাদান এবং বোর্ডেই তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনপত্র ও ডকুমেন্টস বাছাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের অনেক সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করা গেছে।

- বিসিএস পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে নিয়োগ পরীক্ষায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নন-ক্যাডার পরীক্ষায় ৪টি ভিন্ন রংয়ের OMR উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।

- বিসিএস পরীক্ষার জন্য ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক গঠনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে নন-ক্যাডার পদের পরীক্ষাসমূহে প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

- স্বল্প সময়ে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ব্যবস্থাপনার জন্য কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে কোনোরূপ সরকারি অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকেই উদ্ভাবিত সফ্‌টওয়্যার *Cadre Distribution Software (CADS)* এবং নন-ক্যাডার পদের জন্য *Search Engine* এর সফল ব্যবহার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখছে।

- প্রার্থীদের সঠিক পরিচয় নিশ্চিত করার নিমিত্ত আবেদনপত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিষয়টি আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষকগণের সম্মানি তাৎক্ষণিকভাবে চেকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

- সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা ***সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের*** ম্যুরাল কমিশন ভবনে স্থাপন করা হয়েছে।
- ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে কমিশন চত্বরে ***মৃত্যুঞ্জয়ী*** স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জির ছবি ও ইতিহাস সংবলিত ***মুক্তির পথযাত্রা*** স্থাপন করা হয়েছে।
- বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসে *'বাংলাদেশ বিষয়াবলি'*র ২০০ নম্বরের মধ্যে **'স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'** বিষয়ে ৫০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- কমিশন ভবনের প্রবেশপথে সোনালী ব্যাংকের **বিজয় এটিএম বুথ** স্থাপিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সময়কাল	ক্যাডার পদে মোট সুপারিশ	নন-ক্যাডার পদে মোট সুপারিশ	সর্বমোট সুপারিশ
২০০৯–২০১৯	৩১,৪৩৭	৩৬,০৩৪	৬৭,৪৭১
২০০৭-২০০৮	৩,৬৪৬	৫১৯	৪,১৬৫
২০০১–২০০৬	১২,৭১৯	৩,৩৭১	১৬,০৯০

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২৭.০২.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৭ তলা বিশিষ্ট ভবনটির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ ***"ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম-১১তলা] [৩য় পর্যায়]"*** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে যা বর্তমান অর্থবছরে [২০১৯—২০২০] সমাপ্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক ১৫.০৯.২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

ড. মোহাম্মদ সাদিক
চেয়ারম্যান

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সদস্য

প্রফেসর ডাঃ শাহ্ আবদুল লতিফ
সদস্য

অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন
সদস্য

শেখ আলতাফ আলী
সদস্য

কামাল উদ্দিন আহমেদ
সদস্য

মোঃ মোখলেছুর রহমান
সদস্য

মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা
সদস্য

নূরজাহান বেগম *এনডিসি*
সদস্য

কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর
সদস্য

প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক
সদস্য

মোঃ ফজলুল হক
সদস্য

আবদুল মান্নান
সদস্য

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম
সদস্য

এস. এম. গোলাম ফারুক
সদস্য

কমিশন ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালের পাদদেশে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব

কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব

কমিশন সভা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম এবং ১৩তম গ্রেডে প্রার্থী মনোনয়ন	৮
তৃতীয় অধ্যায় **পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন**	২৬
চতুর্থ অধ্যায় আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান	৩৩
পঞ্চম অধ্যায় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ	৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায় সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম	৪৭
সপ্তম অধ্যায় নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা	৫৪
অষ্টম অধ্যায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান	৬০
নবম অধ্যায় কমিশনের বাজেট	৬২
দশম অধ্যায় ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার	৬৯
একাদশ অধ্যায় শিক্ষা সফর	৭২
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা	৭৩
ত্রয়োদশ অধ্যায় বিসিএস পরীক্ষার ফলাফলের গবেষণা প্রতিবেদন	৭৫
চতুর্দশ অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দিবসওয়ারি সম্পাদিত কার্যক্রম	১১১
পঞ্চদশ অধ্যায় জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সরকারী কর্ম কমিশন	১৪৭
ষোড়শ অধ্যায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র	১৫৫
সপ্তদশ অধ্যায় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	১৭১

সূচিপত্র

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র ও পৃষ্ঠা
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৭তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.১	১৪	২.১ ১৫
সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯—২০১৯ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.২	১৮	২.২ ১৯
বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী [২০০১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত]	২.৩	২১	২.৩ ২৩
২০১০—২০১৯ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩	২৭	৩ ২৯
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.১	৩৭	৫.১ ৩৯
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.২	৪২	৫.২ ৪৩
বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০১৯)	৬	৫০	৬ ৫১
২০১০—২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৭	৫৫	৭ ৫৭
২০১৯ সালে বিভিন্ন খাতে আয়	৯.১	৬২	
২০১৯ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়	৯.২	৬২	
বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৩	৬৫	৯ ৬৭
৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.১	৭৮	১৩.১ [ক] ১৩.১ [খ] ৭৯, ৮১
৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.২	৮৩	১৩.২ ৮৫
৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৩	৮৭	১৩.৩ ৮৯
বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.৪	৯১	১৩.৪ ৯৩
বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাভিত্তিক পরিসংখ্যান	১৩.৫	৯৫	১৩.৫ ৯৭
বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্যপদ ও প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান	১৩.৬	৯৯	১৩.৬ ১০১
বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান	১৩.৭	১০৩	১৩.৭ ১০৫
বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.৮	১০৭	১৩.৮ ১০৯

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৭২–২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল *পরিশিষ্ট-১*	১৮৫
১৯৭২-২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যগণের নাম ও কার্যকাল *পরিশিষ্ট-১(ক)*	১৮৬
২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা *পরিশিষ্ট-১(খ)*	১৯২
২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের নামের তালিকা *পরিশিষ্ট-১(গ)*	১৯৭
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ) *পরিশিষ্ট-১(ঘ)*	২০০
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ) *পরিশিষ্ট-১(ঙ)*	২০২
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার) *পরিশিষ্ট-২*	২০৪
৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা- ২০১০ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান *পরিশিষ্ট-২(ক)*	২০৫
বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা ২০১০ এবং ২০১৪ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান *পরিশিষ্ট-২(খ)*	২১২
প্রিলিমিনারি বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৩*	২১৫
লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৩(ক)*	২২৩
শুধু সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৩(খ)*	২২৭
পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৪*	২২৯
জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৫*	২৬০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৫(ক)*	২৬১
সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৫(খ)*	২৬২
সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫/২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ *পরিশিষ্ট-৬*	২৬৫
নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ *পরিশিষ্ট-৭*	২৭৯
জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ *পরিশিষ্ট-৮*	২৮২
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/ প্রফেশনাল ও নন-টেকনিক্যাল (৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বরবণ্টন *পরিশিষ্ট-৯*	২৮৩

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১. গঠন ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত উক্ত অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২. কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে :

"১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।"

"১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

১.৩. চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০১৯ সালে কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

নাম	পদের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
ড. মোহাম্মদ সাদিক	চেয়ারম্যান	০২.০৫.২০১৬	বর্তমান
উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.২০১৯
মো: আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	বর্তমান
প্রফেসর ডা: শাহ আবদুল লতিফ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	বর্তমান
অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	সদস্য	০৪.০৫.২০১৫	বর্তমান
শেখ আলতাফ আলী	সদস্য	১৮.১১.২০১৫	বর্তমান
কামাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	১৭.০২.২০১৬	বর্তমান
মো: মোখলেছুর রহমান	সদস্য	১৬.০৫.২০১৬	বর্তমান [কর্মাবসান ৩১.১২.২০১৯]
মো: শাহজাহান আলী মোল্লা	সদস্য	২৩.০৮.২০১৭	বর্তমান
নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
প্রফেসর মো: হামিদুল হক	সদস্য	০৮.০৩.২০১৮	বর্তমান
মো: ফজলুল হক	সদস্য	২৮.০৫.২০১৮	বর্তমান
আবদুল মান্নান	সদস্য	২৪.০৬.২০১৮	বর্তমান
অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	সদস্য	১৬.০৭.২০১৮	বর্তমান
এস. এম. গোলাম ফারুক	সদস্য	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান

[**বি: দ্র:**-১৯৭২—২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের তথ্য পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১(ক)]

১.৪. কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান

প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ (খ) (গ) মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোনো তারতম্য করা যাবে না যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

- The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

১.৫. কর্ম কমিশনের সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের উপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রিলিমিনারি টেস্ট এর ফলাফল নির্ধারণ ও লিখিত পরীক্ষার এবং চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন, বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৪টি বিশেষ সভা ও ০২টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬. কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৪৯১ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ৪৭ জন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১১৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ৯৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৭১টি ও আউটসোর্সিং ০৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১০৭টি ও আউটসোর্সিং ৪০টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ৯৩টি, দ্বিতীয় শ্রেণি ৮৬টি, তৃতীয় শ্রেণি ১৪৮টি (০৭টি আউটসোর্সিংসহ) ও চতুর্থ শ্রেণি ১৩৪টি (৪০টি আউটসোর্সিংসহ)। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৩টি ইউনিট রয়েছে। এ ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বিসিএস পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, পরিসংখ্যান ও গবেষণা শাখা, আইন শাখা, বাজেট শাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। কমিশনের কাজের গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখে দ্রুত সময়ে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে একটি ক্যাডার এবং একটি নন-ক্যাডার ডিজিটাল রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

১.৭. কর্ম কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১ তলা] [৩য় পর্যায়] প্রকল্প

শেরেবাংলা নগর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মূল ভবনের চারটি ফ্লোর বৃদ্ধির জন্য "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১ তলা পর্যন্ত]" [৩য় পর্যায়] ১ম সংশোধনী শীর্ষক একটি প্রকল্প গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ৭২৮৬.৫১ লক্ষ টাকা [বাহাত্তর কোটি ছিয়াশি লক্ষ একান্ন হাজার]। প্রকল্পটিতে সামগ্রিক ব্যয় হয়েছে ৩৭৭৫ লক্ষ টাকা এবং মোট অগ্রগতি [আর্থিক] ৫১.৭৯% ও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হচ্ছে।

খ. 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি [একনেক] এর সভায় মোট ১,২৬,৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত [৪ বছর] মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে [চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন [বিপিএসসি] সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং বিপিএসসির আওতাভুক্ত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্নকরণসহ বিপিএসসি সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানকৃত ৫০ শতাংশ জমির রেজিস্ট্রেশন, নামজারী, সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার ও সাইন বোর্ড স্থাপনসহ ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর ভবন নির্মাণসহ পূর্ত কাজ শুরু করা হবে। ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদানকৃত ৬০ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রিকরণের কার্য সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই ভবন নির্মাণসহ পূর্ত কাজ শুরু করা হবে। বরিশাল, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ভূমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শীঘ্রই ভূমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, নন-ক্যাডার বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা, অর্ধ বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক সংবলিত সফটওয়্যার ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার প্রণয়ন/স্থাপনের লক্ষ্যে পরামর্শক মনোনয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৮. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ০২টি জিপ, ১৭টি কার, ০৯টি মাইক্রোবাস, ০৩টি পিকআপ, ০২টি বাস, ০১টি মিনিবাস এবং ০৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও যুগ্মসচিবসহ মোট ১৭ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০২টি জিপ ও ১৭টি কার সার্বক্ষণিক ব্যবহার করেন। TO&E ভুক্ত অপর যানবাহনগুলোর মধ্যে বর্তমানে ০৯টি মাইক্রোবাস, ০৩টি পিকআপ, ০৩টি মিনিবাস ও ০৩টি মটর সাইকেল চালু রয়েছে। ভাড়ায় ০২টি মিনি বাস চালানো হচ্ছে। কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত প্রেস, বিভিন্ন পরীক্ষার হলসহ বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে এসব যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৯. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির মধ্যে ২৭টি কম্পিউটার, ২৮টি প্রিন্টার, ০১টি High Speed কালার প্রিন্টার, ০৫টি ফটোকপিয়ার, ০২টি ল্যাপটপ, ০৫টি ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ০১টি ফ্যাক্স মেশিন, ০৩টি স্ক্যানার, ০২টি প্রজেক্টর, ০৩টি সিসি ক্যামেরা, ০৫টি এয়ারকুলার, ০১টি রেফ্রিজারেটর, ০৩টি স্টেনো টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়াও আসবাবপত্রের মধ্যে ১৫টি কম্পিউটার চেয়ার, ২০টি কম্পিউটার টেবিল, ১০টি কাঠের চেয়ার, ১৩টি টেবিল, ১৫টি স্টীলের আলমিরা, ০৮টি ফাইল কেবিনেট, ০৬টি সোফা, ০৪টি বুক সেলফ্, ৩৮টি ভিজিটিং চেয়ার, ০৯টি ফাইল র‍্যাক ও ১০টি সেন্টার টেবিল ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১০. কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৪ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০১ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৩ জনসহ মোট ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কর্ম কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের লাইব্রেরি

কর্ম কমিশন ভবনের তৃতীয় তলায় ১,৬৪৬ বর্গফুট জায়গা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিটি আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণও এই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। দাপ্তরিক লাইব্রেরি হিসেবে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। বর্তমানে লাইব্রেরির বই এর সংগ্রহ সংখ্যা ১৩,৮১০টি। এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আগত প্রশ্নকারক, মডারেটর, নিরীক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে লাইব্রেরির বই ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। ইতিপূর্বে ADB এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৯ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ৯৮টি বই ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট ১৭৪টি বই লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে নিয়মিত ১৬টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন The Time, The Economist, The Reader's Digest সহ দেশি-বিদেশি বাংলা ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 [Anglo American Cataloguing Rules-2] অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। লাইব্রেরিটি অটোমেশন [কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রীর Acquisition, Cataloguing, Classification, Circulation Stock Verification and Reference Service ইত্যাদি সেবা] এর আওতায় আনার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। বর্তমানে–

- কমিশনের সাংবিধানিক কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
- লাইব্রেরিটি সংস্কার করে আধুনিক করা হয়েছে।
- লাইব্রেরির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যাটালগিং ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১২. নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদের নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, আসনব্যবস্থা-পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রণয়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা, ই-ফাইলিং, ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ইউনিটসমূহে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আইটি শাখা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্যাডার/নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি গ্রহণ, প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনে প্রবেশপত্র সংগ্রহ;

২. প্রার্থীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ প্রসেস করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের আসন বিন্যাস জানানো;

৩. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এসএমএস-এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাদের জানানো;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Reader (OMR) এর মাধ্যমে স্ক্যান/মূল্যায়ন করে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এসএমএস এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

৫. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত এবং এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত;

৭. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং শেষে পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৮. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারণের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুত;

৯. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে সন্নিবেশ করে ডাটাবেইজড টেবুলেশন শিট তৈরি;

১০. ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বিসিএস-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুত;

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুত;

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক মেধাতালিকা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাধিকার কোটাসমূহের মেধাতালিকা তৈরি;

১১. পদভিত্তিক পদবন্টন ফরমেট প্রস্তুত, মেধা, প্রার্থীর মেধা অবস্থান, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত চাকরির পছন্দক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিদ্যমান বিধি-বিধানের ভিত্তিতে নবউদ্ভাবিত Cadre Distribution Software (CADS) সফট্‌ওয়্যার প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে যুগপৎভাবে ক্যাডারভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত। মনোনীত প্রার্থীদের মেধাক্রম সফট্‌ওয়্যার-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মেধানম্বর ও রেজিস্ট্রেশন সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা। কমিশনের অনুমোদনের পর মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ;

১২. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক/পদভিত্তিক মেধানুযায়ী সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করা;

১৩. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে অনুমোদিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং পদবন্টন ফরমেট প্রস্তুত করা;

১৪. নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য নবউদ্ভাবিত 'সার্চ ইঞ্জিন' (সফট্‌ওয়্যার প্রোগ্রামিং) এর মাধ্যমে মেধা, বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নন-ক্যাডার পদের পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং কমিশনের অনুমোদনের পর প্রকাশ করা;

১৫. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত করা;

১৬. বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও অনুমোদন শেষে প্রকাশকরণ;

১৭. বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্তির পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে নম্বরপত্র প্রস্তুতকরণ;

১৮. কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ;

১৯. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ।

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ;

২. অনলাইনে প্রাপ্ত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

৩. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইট হতে যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে প্রবেশপত্র প্রদান করা;

৪. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

৫. পরীক্ষার উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র OMR মেশিনে স্ক্যানিং এবং স্ক্যানকৃত ডাটা সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

৬. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সিসি ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ ব্যতীত কমিশনে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটারে LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রম সচল রাখা;

২. ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;

৩. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত ৩১টি আইপি ক্যামেরা এবং ২০টি ম্যানুয়েল ক্যামেরাসহ মোট ৫১টি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৪. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবহৃত মোট ৮টি নেটওয়ার্ক সুইচ, প্রায় ২০০টি ল্যান ক্যাবল ও একটি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ;

৫. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটার, প্রিন্টার ও রাউটার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সচল রাখা;

৬. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফট্ওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার সেটআপ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম এবং ১৩তম গ্রেডে প্রার্থী মনোনয়ন

২.১. নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষায় ৪,৭৯২টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩৭,৭৩৩ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। ৪০তম বিসিএস এ ১,৯০৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ৪,১২,৫৩২ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষক পদে [ক্যাডার বহির্ভূত ২য় শ্রেণি, ১০ম গ্রেড] ১,৩৭৮টি শূন্য পদের বিপরীতে ২,৩৫,২৯৩ জন আবেদনকারী প্রার্থীর মধ্যে উপস্থিত ১,২৯,৮৫৪ জন প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ২৪টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩৪,৪২৯ জন প্রার্থী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী/নক্সাকার পদে ৫১৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ২০,৪১১ জন প্রার্থীর আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] পদে ০৮টি বাছাই পরীক্ষা, ১১টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২৩ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড] পদে ২৮টি বাছাই পরীক্ষা ও ৩৪টি লিখিত পরীক্ষা ও ১৮ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্ম কমিশনের নিজস্ব জনবলের সাহায্যে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য শতাধিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কমিশন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিতভাবে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোনো পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাগণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে ২০ মিনিট পূর্বে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় double lithocode এবং গোপন সিরিজ নম্বর ও বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন উত্তরপত্রটি কোন প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে তা কোনোভাবেই সনাক্তকরণ সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। ফলে প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০-২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এসময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য ঐদিন বোর্ড গ্রহণ করবেন এবং কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে পরীক্ষা দিবেন ও কোন বিশেষজ্ঞ কোন বোর্ডের সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। বোর্ড চলাকালীন বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোনসহ পিএসসির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কর্ম কমিশনের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটার শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল প্রস্তুত ও যথাযথ পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে থাকেন।

২.২. বিসিএস (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে বিসিএস-এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বিসিএস-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার	মন্তব্য
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	বাংলাদেশ গেজেটে ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত এস.আর.ও.নম্বর-৩৩৫-আইন/২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ইকনমিক) ক্যাডারকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার	
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার	
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ ক্যাডার	
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার	
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার	
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার	
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার	
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার	
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার	
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	

বিসিএস এর তিনস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে :

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট।

দ্বিতীয় স্তর : প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর : লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪-এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪-এর বিধানমতে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের উপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে :

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

২য় স্তর : ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%)

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য ঘোষিত প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট	৯০০

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়	২০০
	মোট	৯০০

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদান করেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

৩য় স্তর : বিসিএস-এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%)

বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

বিসিএস-পরীক্ষার সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে :

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে দ্রুত নিয়োগ প্রদানের জন্য বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ [এককালীন সংশোধন] অনুযায়ী ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এ দ্বিস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষা

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের ২(দুই) ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার বিষয়, নম্বর বণ্টন ও পরীক্ষার সময়

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন	সময়
১.	মেডিকেল সায়েন্স/ডেন্টাল সায়েন্স (প্রযোজ্যতা অনুযায়ী)	১০০	২ (দুই) ঘণ্টা
২.	বাংলা	২০	
৩.	ইংরেজি	২০	
৪.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০	
৫.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০	
৬.	মানসিক দক্ষতা	১০	
৭.	গাণিতিক যুক্তি	১০	
	মোট	২০০	

- পরীক্ষায় মোট ২০০ (দুইশত)টি MCQ ধরনের প্রশ্ন ছিল। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ০১ (এক) নম্বর পেয়েছেন, ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটার বিধান ছিল।

দ্বিতীয় স্তর : ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০।

২.৩. ৩৮তম বিসিএস

● দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য	:	সাবেক সদস্য অধ্যাপক ড. এস.এম. আনোয়ারা বেগম [০৫.০৩.২০১৮-১৯.০৫.২০১৮ পর্যন্ত] অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন [২৩.০৫.২০১৮ থেকে বর্তমান]
● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ	:	০৫.০৩.২০১৭
● বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা	:	২,০২৪
● কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ	:	২০.০৬.২০১৭
● আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	:	১০.০৮.২০১৭ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
● মোট আবেদনকারীর সংখ্যা	:	৩,৪৬,৪৪৬
● প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ	:	২৯.১২.২০১৭
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা	:	২,৮৮,৮৪৩
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ	:	২৮.০২.২০১৮
● প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা	:	১৬,২৮৬
● লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ	:	০৮.০৮.২০১৮

- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ২৪.১০.২০১৮
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪,৫৪৬
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯,৮৬২
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০১.০৭.২০১৯
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৯.০৭.২০১৯
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : মৌখিক পরীক্ষা চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৪. ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : প্রফেসর ডা: শাহ আবদুল লতিফ [১২.০৪.২০১৮ হতে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১৮.০৯.২০১৭
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ৪,৭৯২
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ০৮.০৪.২০১৮
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০.০৪.১৮ [সন্ধ্যা ৬.০০টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৭,৭৩৩
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) অনুষ্ঠানের তারিখ : ০৩.০৮.২০১৮
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ৩৩,৫৭৭
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৬.০৯.২০১৮
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) এ উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা : ১৩,৭৫০
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ১০.১০.২০১৮
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ১১.০৩.২০১৯
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ১৩,৫২৩
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৩,১৫২
- সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা : ৪,৭৯২
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ৩০.০৪.২০১৯

[পরিশিষ্ট-২]

২.৫. ৪০তম বিসিএস

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : সাবেক সদস্য জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত [১৬.০৯.২০১৮-১০.০৮.২০১৯ পর্যন্ত]
  : সাবেক সদস্য জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান [০৮.০৮.২০১৯-৩১.১২.২০১৯ পর্যন্ত]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১০.০৪.২০১৮
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৯০৩
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ১১.০৯.২০১৮
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৫.১১.২০১৮ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,১২,৫৩২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ০৩.০৫.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ৩,২৭,০৮৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৫.০৭.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ২০,২৭৭
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৬. ৪১তম বিসিএস

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ [২৮.১০.২০১৯ হতে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ০৯.০৫.২০১৯
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,১৬৬
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ২৭.১১.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ০৪.০১.২০২০ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : আবেদনপত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলমান

[পরিশিষ্ট-২]

২.৭. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় নিয়োগের সুপারিশ

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদেও নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধিমালার আওতায় বর্তমান বছরে ৩৭তম বিসিএস হতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ১,৫৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। আবেদনকারী যোগ্য প্রার্থী থাকা এবং শূন্য পদের চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩৮তম বিসিএস এর চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানের পূর্বদিন পর্যন্ত উক্ত সুপারিশ প্রদান চলমান থাকবে।

[পরিশিষ্ট-২(ক) ও(খ)]

সারণি-২.১ : নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৭তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.১]

ক্রমিক নম্বর	সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
		প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড]		দ্বিতীয় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	২৮তম বিসিএস	২৫০	৪৮	-	-	২৫০	৪৮	২৯৮
২.	২৯তম বিসিএস	১৬৪	২৯	-	-	১৬৪	২৯	১৯৩
৩.	৩০তম বিসিএস	২৯৮	৬৫	-	-	২৯৮	৬৫	৩৬৩
৪.	৩১তম বিসিএস	১০৬	১৪	-	-	১০৬	১৪	১২০
৫.	৩২তম (বিশেষ) বিসিএস	১০	৫৩	-	-	১০	৫৩	৬৩
৬.	৩৩তম বিসিএস	৩০৮	৬২	৩৮৮	১৩৫	৬৯৬	১৯৭	৮৯৩
৭.	৩৪তম বিসিএস	৩৩৩	৭৬	১,৩৫০	৪৯৮	১,৬৮৩	৫৭৪	২২৫৭
৮.	৩৫তম বিসিএস	৫৫৩	১৩৯	১০৪১	২৭৩	১৫৯৪	৪১২	২০০৬
৯.	৩৬তম বিসিএস	২১৯	৬৩	৮১৭	১৮৮	১০৩৬	২৫১	১২৮৭
১০.	৩৭তম বিসিএস	৫৭১	১২১	৭৭৮ [১০ম গ্রেড]	১০৬ [১০ম গ্রেড]	১৩৪৯	২২৭	১৫৭৬

লেখচিত্র-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২৮তম বিসিএস থেকে ৩৭তম বিসিএস পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ

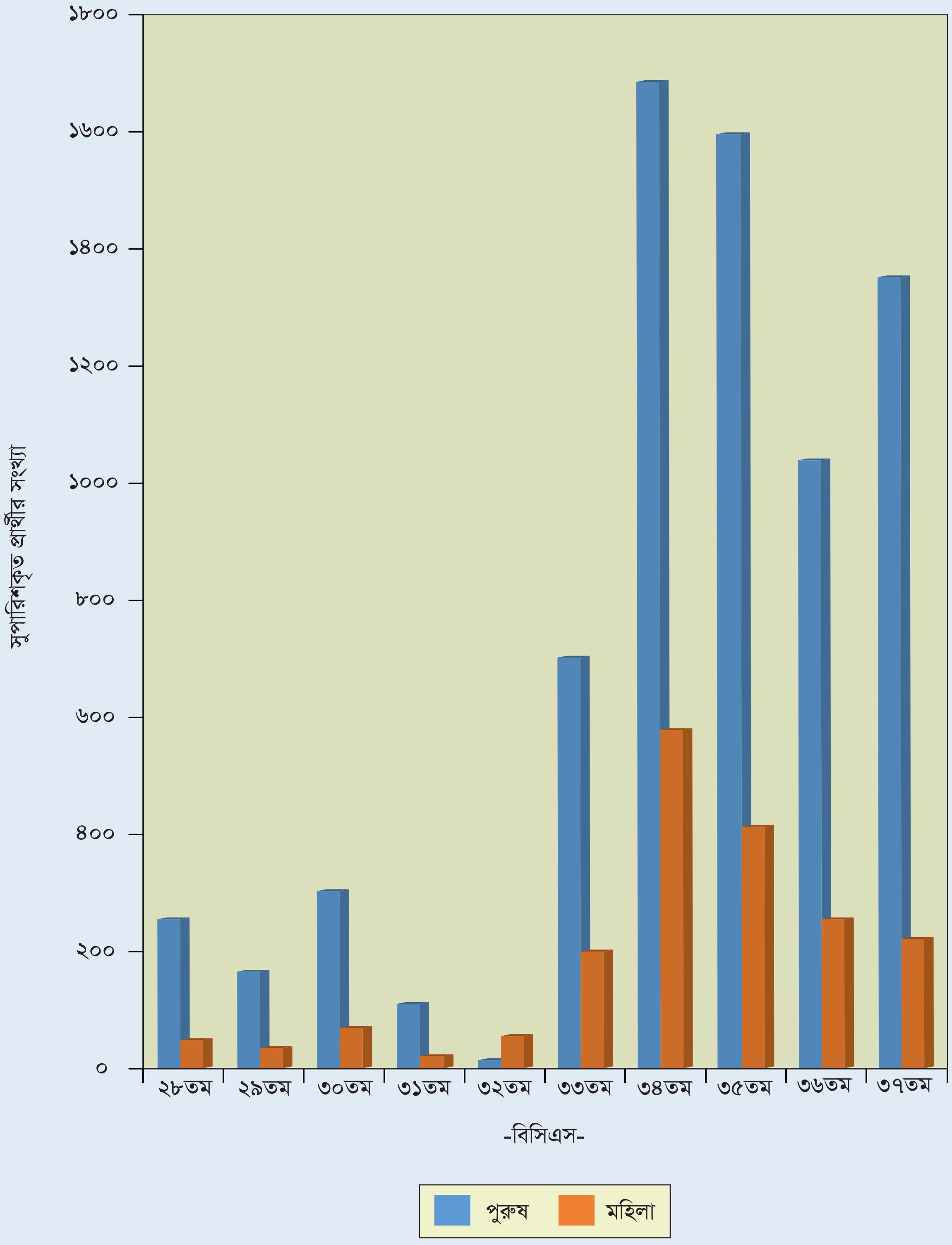

২.৮. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সংশোধিত জারীকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) ও ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১তম, ১২তম ও ১৩ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে সুপারিশের জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ বা তার কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে প্রার্থীদের ১ ঘণ্টা ব্যাপী ১০০ নম্বরের MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টা ব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টা ব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের উক্ত অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই, ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ, ০৮ এপ্রিল, ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়। তবে যে সকল পদের বিজ্ঞাপন ০১ এপ্রিল, ২০১৯ এর পূর্বে জারি হয়েছে সে সকল পদে বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও প্রার্থী ও পদের সংখ্যা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কমিশন কর্তৃক নবনির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. **সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি**

১. প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল :
২. প্রস্তাবিত পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট পদের সংখ্যা :
৩. সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :
৪. প্রস্তাবিত পদের শ্রেণি এবং গ্রেড :
৫. প্রস্তাবিত পদের প্রকৃতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) :

খ. সরাসরি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষরিত রিকুইজিশনের (নির্ধারিত ফরম-এ) মূলকপি			
২.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
৩.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষর সংবলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবিত পদে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির/ব্যক্তিগণের জেলাভিত্তিক বিবরণ			
৫.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৬.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৭.	পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশের (জিও) সত্যায়িত কপি			
৮.	অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণে সরকারি আদেশের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে রুজুকৃত মামলা/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত তথ্য			
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণে জনপ্রশাসন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

২.৯. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বন্টন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও নন-টেকনিক্যাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বর বন্টন ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০. ০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ এবং ০৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০. ২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়।

[পরিশিষ্ট-৯]

সারণি-২.২ : সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯—২০১৯ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.২]

ক্রমিক নম্বর	সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
		১ম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব]		২য় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
১.	২০০৯	১৯২	৩৮	৩৭	০৭	২২৯	৪৫	২৭৪
২.	২০১০	৫৭	৪০	৬০১	১৬৪	৬৫৮	২০৪	৮৬২
৩.	২০১১	১৭৭	২৯	৪১৩	৯৮	৫৯০	১২৭	৭১৭
৪.	২০১২	২১৬	৫৪	৩৭৫	১০৮	৫৯১	১৬২	৭৫৩
৫.	২০১৩	১৬৬	৪০	১,৪৪০	৩৮৬	১,৬০৬	৪২৬	২,০৩২
৬.	২০১৪	১৩৫	২৯	১৮৪	৩১	৩১৯	৬০	৩৭৯
৭.	২০১৫	৫৬৯	৩৩০	১৪০	৬৫	৭০৯	৩৯৫	১,১০৪
৮.	২০১৬	২০১	৪৪	১,৪৭২	৮,৯৮৭	১,৬৭৩	৯,০৩১	১০,৭০৪
৯.	২০১৭	৩৩৪	৬৮	৯৭১	৮৪৪	১,৩০৫	৯১২	২,২১৭
১০.	২০১৮	৪৮৪	২০২	১,৩৪২	৫,৪১৭	১,৮২৬	৫,৬১৯	৭,৪৪৫
১১.	২০১৯	১৮৭	৪৩	২৩৩	২৮	৪২০	৭১	৪৯১

২.১০. ২০১৯ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ২৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে ১৩২ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৩৩৩ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৩, ৩(ক), ৩(খ)]

লেখচিত্র-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০৯-২০১৯ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

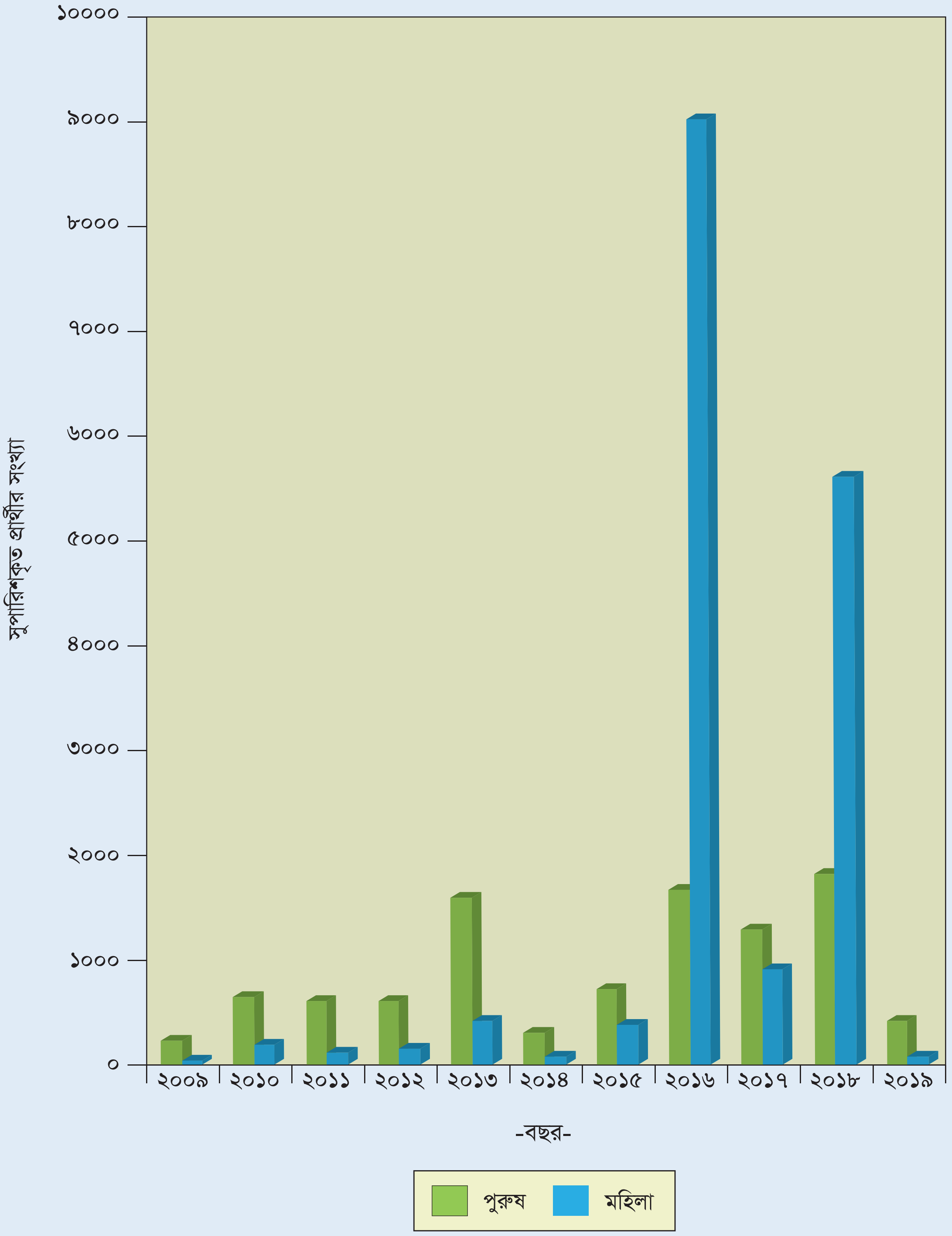

সারণি-২.৩ : বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের একটি তুলনামূলক বিবরণী
[২০০১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত]

[লেখচিত্র-২.৩]

সময়কাল	ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	নন-ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	সর্বমোট সুপারিশ
২০০৯–২০১৯	৩১,৪৩৭	৩৬,০৩৪	৬৭,৪৭১
২০০১–২০০৭	১২,৭৯৩	৪,১৯৪	১৬,৯৮৭

২.১১. উচ্চতর ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মেডিকেল কলেজের ২৭ ক্যাটাগরি অধ্যাপক [৩য় গ্রেড] এর ৫৫টি পদের জন্য কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ১৬.০৫.২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞাপিত পদসমূহের অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ২৭.০৬.২০১৯। উক্ত ২৭ ক্যাটাগরির ৫৫টি পদের বিপরীতে ২৫২ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। উক্ত ২৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রি-এ্যাপ্রুভাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯৩ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, নন-টেক/গণিত ও একাউন্টিং], সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স] পদগুলো ৬ষ্ঠ গ্রেডের ক্যাডারভুক্ত পদ। উল্লিখিত ৭ ক্যাটাগরির মোট ৩২টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ২৪.০১.২০১৮ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মোট ৬৫৯ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। প্রাথমিক বাছাইয়ে ৪১৪ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ১৬, ১৮, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৯ এবং ১৫.৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের উচ্চতর পদের ন্যায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] পদ হতে চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] এর ৯০% পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের দাবি করে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯৩৭৬/২০১৮ নম্বর রিট মামলার দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল প্রকাশ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

২.১২. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা অমান্য করে কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/হাতঘড়ি/ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০১৯ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় পরীক্ষায় ০১ জন, ৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ০৪ জন এবং ৪০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টে ১১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৩. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন হাতে হাতে পারিতোষিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমতে বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে।

২.১৪. বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১,২০০ জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনকারী প্রার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাই করে মোট ১,১৮৭ জন প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নম্বরপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি শাখায় সংরক্ষিত ডাটাবেইজের সাথে প্রার্থীর আবেদনে প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর, জেলা ও জন্ম তারিখের গরমিল থাকায় অবশিষ্ট ১৩জন প্রার্থীর নম্বরপত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

৩৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য ২৫.১১.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট ১,২০৩ জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেন। আবেদনকারী প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩

লেখচিত্র-২.৩ ঃ বিভিন্ন সময়ের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

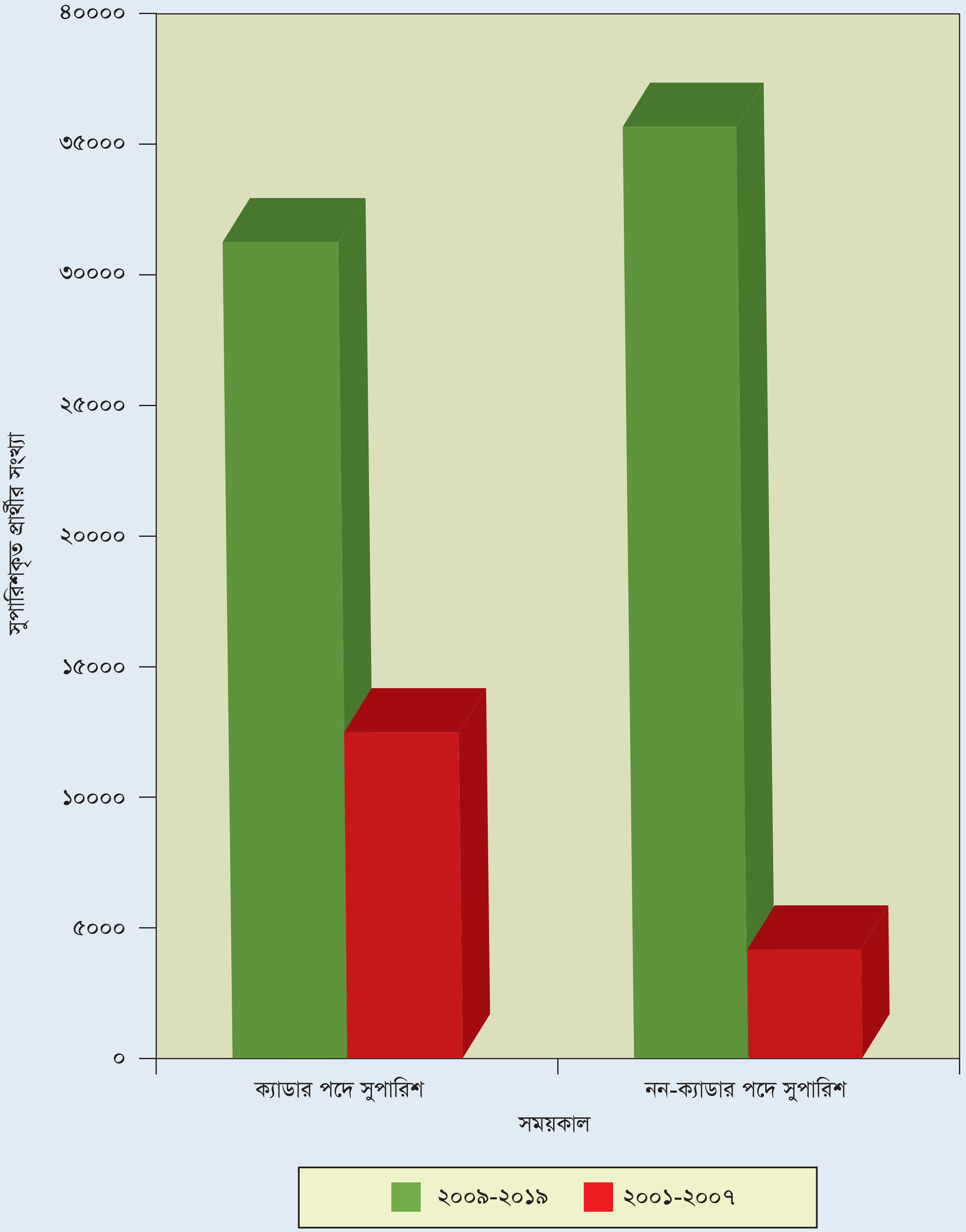

২.১৫. কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ৩৫,১১২টি প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

২.১৬. বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দ্বিতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন

বিসিএস পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শতভাগ শুদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে বিসিএস পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য ২য় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষা হতে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।

২.১৭. ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক প্রতিষ্ঠা

নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করা এবং সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কর্ম কমিশনের সদস্য এবং সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে **'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ'** প্রকল্পের আওতায় কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতির পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক সংবলিত সফট্‌ওয়্যার ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ সফট্‌ওয়্যার প্রণয়ন/স্থাপনের লক্ষ্যে পরামর্শক মনোনয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৮. গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] ভুক্ত পদে কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পর্যন্ত পদে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান বিষয়ে একটি প্রস্তাব সরকারের নিকট হতে গত ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে কর্ম কমিশনে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, জনবল এবং ভৌত অবকাঠামোর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কর্ম কমিশন হতে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ এবং ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন সামরিক শাসনামলে ১৯৭৭ সালে জারীকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে সংকুচিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রস্তুত করে কর্ম কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পদে সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে কর্ম কমিশনে দু'টি আলাদা অনুবিভাগ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্গানোগ্রাম, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির জন্য দু'টি পৃথক আইটি শাখা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পদে কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য পদের পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে কর্ম কমিশনে প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান

কমিশনের আওতাভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃতীয় শ্রেণি [গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০] হতে দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতনস্কেল :

২. পদোন্নতির যোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা :

৩. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ও বেতনস্কেল :

৫. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থী সংখ্যা :

খ. পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
২.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিলস্বাক্ষর সংবলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণসহ)			
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র			
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীগণ ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা/ দুদকের মামলা নেই বা ইতোপূর্বে এ ধরনের কোনো মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি-না			
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবলিত অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি (সংশ্লিষ্ট অনুবেদনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে)			
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি-না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি-না			
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম সংবলিত তথ্য			
১৩.	কোনো প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চালু/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ আছে কি-না; থাকলে আদালতের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	প্রযোজ্যক্ষেত্রে নিয়োগবিধির শর্তানুযায়ী অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি			
১৫.	সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৩.২. ২০১৯ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

২০১৯ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য ২,৫৯৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ২,৫৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকরি সন্তোষজনক না হওয়া, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিবেচনায় প্রস্তাবিত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

[পরিশিষ্ট-৪]

সারণি-৩ : ২০১০—২০১৯ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	২,৩৩২	২,১৪৩
২০১১	২,৩৮৫	১,৮৮১
২০১২	২,০২৩	১,৭০৬
২০১৩	১,৭৩২	১,১২৫
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১
২০১৬	২,১০৫	২,০৩৯
২০১৭	২,৬৮৯	২,৫২৩
২০১৮	৩,৩৪৬	৩,২১৭
২০১৯	২,৫৯৭	২,৫৭৮

৬

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের সংখ্যা

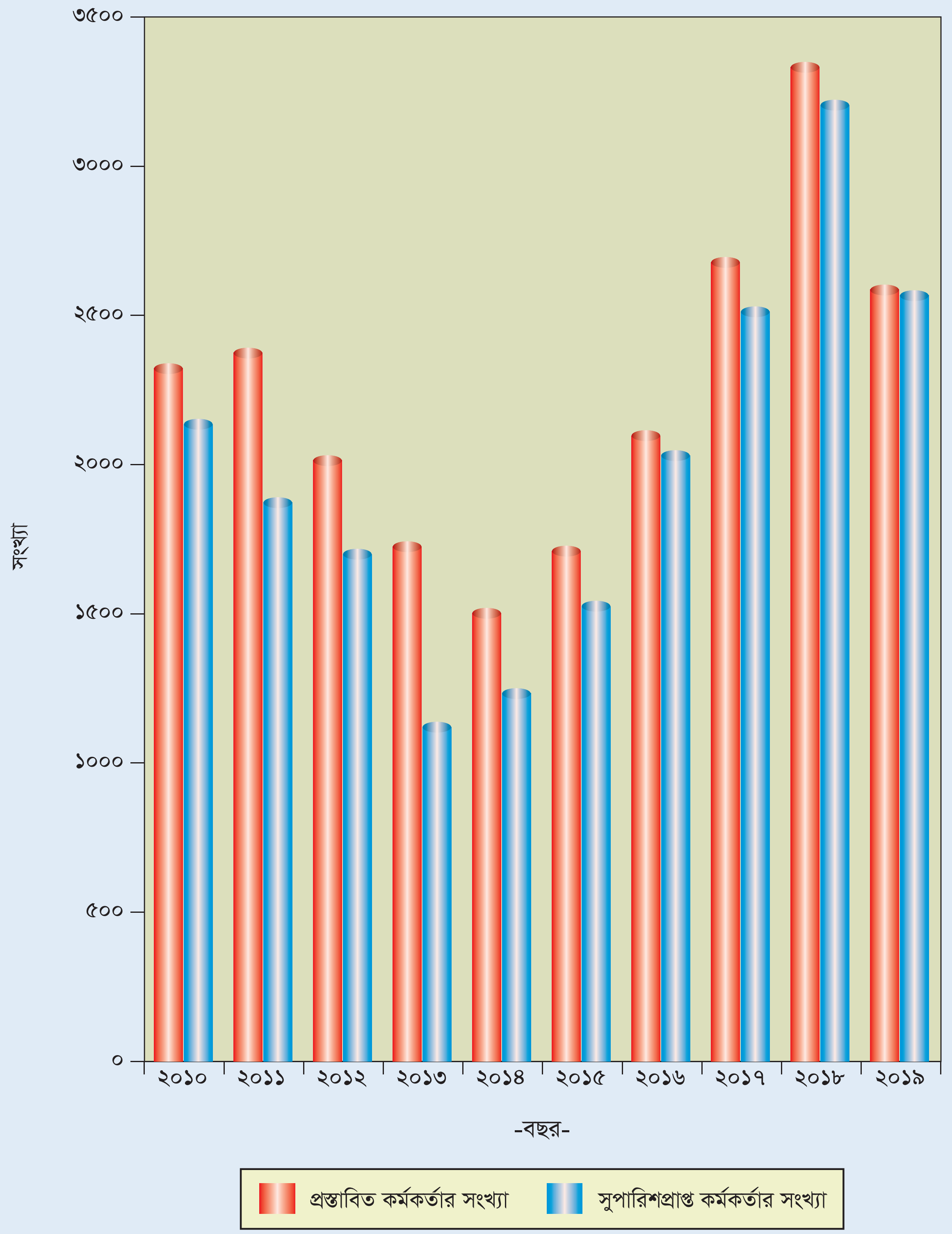

৩.৩. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয় :

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনোক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোনোরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোনো বিষয়ে ‘গ’ অথবা ‘ঘ’ ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে “পদোন্নতির যোগ্য নন” “এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন” এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু ‘কঠোর’ মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু ‘নমনীয়’/‘পক্ষপাতদুষ্ট’ মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোনো মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোনো পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খণ্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও উপরের ৬ নম্বর উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও “পদোন্নতির যোগ্য নন”/“এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন”/“সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে” এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে “পদোন্নতির যোগ্য নন”/“এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন” এ ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোনো প্রতিবেদনে কোনো প্রকার ওভাররাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভাররাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নম্বর ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্য পদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোনো অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবিযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোনো বিষয় উপরিউক্ত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ

প্রথম [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোনো প্রার্থী কোনো অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কর্ম কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র ব্যতীত কোনো প্রস্তাব কর্ম কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিতকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে কমিশনের আওতাভুক্ত পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন খাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশ

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী ২০১৯ সালে মোট ১১ টি পদে নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ১১ জনকে নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করে।

[পরিশিষ্ট-৫]

৪.২. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্বখাতভুক্ত পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪.০১.১৯৮২ থেকে ১৭.০৫.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য জারীকৃত The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬(অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০১৯ সালে মোট ১০৮ জনের চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ৯৩ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৫ জনের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় চাকরি নিয়মিত করা সম্ভব হয়নি।

[পরিশিষ্ট-৫(ক)]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় এডহকভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ পুনরায় সংশোধন করে এসআরও নম্বর ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহকভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

এডহকভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] শ্রেণির চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. এডহক নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

৩. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৪. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৫. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

খ. এডহক নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	এডহক নিয়োগাদেশের কপি			
২.	এডহক নিয়োগে কমিশনের সম্মতিপত্র			
৩.	পদ-সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি			
৪.	পেপার কাটিংসহ জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি			
৫.	নিয়োগকালে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ			
৬.	পদ সৃষ্টির মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮.	কমিশনের নির্ধারিত ছকে পদবিন্যাস ছক			
৯.	এডহক নিয়োগের সময় সরকারের প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র			
১০.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ছিল কি-না			
১১.	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স নিয়োগবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
১২.	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ			
১৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ ও যোগদানপত্র			
১৪.	কর্মকালীন/সর্বোচ্চ ৫ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৫.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত) চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৬.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** উল্লিখিত সকল কাগজপত্র (১৪ ও ১৫ নম্বর ক্রমিক ব্যতীত) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৪.৩. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা-২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০১৯ সালে মোট ৮৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ৮২ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ০১ জনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়নি।

[পরিশিষ্ট-৫(খ)]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের **১ম শ্রেণি** [**৯ম গ্রেড**] ও **২য় শ্রেণির** [**১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড**] পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৩. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৪. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

৫. নিয়মিতকরণের জন্য প্রযোজ্য বিধির নাম :

খ. নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/পিপির কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত কপি			
২.	নিয়োগকালীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগবিধি/ প্রচলিত বিধানের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিয়োগার্থে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের কপি			
৫.	নিয়োগবিধি/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কি-না			
৬.	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
৭.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি			
৮.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগাদেশ ও প্রকল্পে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১০.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১১.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সরকারি অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি			
১২.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তার রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
১৩.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৫.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৬.	কর্মকর্তাকে প্রকল্পে নিয়োগকালে নির্বাচন/বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র			
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

পঞ্চম অধ্যায়
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা

বিভিন্ন ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দুবার ২৭টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বিসিএস (পুলিশ) ও বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র : হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

১. প্রথম পত্র : আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

২. দ্বিতীয় পত্র : হিসাব;

৩. তৃতীয় পত্র : সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০১৯]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১৩.০২.২০১৯
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪৫১৯ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪১২৮ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৮.০৬.২০১৯ — ০৯.০৭.২০১৯
- উপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা : ২০০৩ জন
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০২.০৯.২০১৯
- উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৮০৮ জন

২. দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০১৯]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৬.০৮.২০১৯
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৭৭৬ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৪৪৬ জন
- পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ৩১.১২.২০১৯
- পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : পরীক্ষা চলমান

বি:দ্র:—২০১৮ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ২৫.০১.২০১৯ তারিখে শুরু হয়ে ০৭.০২.২০১৯ তারিখে শেষ হয়। উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত ৩৫৬৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩০৪৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। ১৪.০৫.২০১৯ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সারণি-৫.১ : অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.১]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা	২০১৪	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৬৭২	২১৭২
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৭২১	২৩৩৬
	২০১৫	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৬৫০৯	৩২৪৫
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৬০০৫	৩২৬২
	২০১৬	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০৯২	২৪৯০
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৩৭৩৫	৩১৫১
	২০১৭	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৭৭০	২৩৬৪
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৭৫৮	২৮০৪
	২০১৮	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৮৩	২২০৮
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৯৭৩	৩০৪৬

৫.৩. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ী হলে ও চাকরির মেয়াদ ০৪ বছর পূর্ণ হলে এবং যাদের চাকরির মেয়াদ ক্যাডার পদে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি তাঁরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালার শর্ত সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

গ. তৃতীয় পত্র : ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৫০%। ০১ জন প্রার্থী এক সাথে একটি/দুইটি/তিনটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বিসিএস (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের মোট ৮০টি বিষয়ের উপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.১

লেখচিত্র-৫.১ ঃ অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা

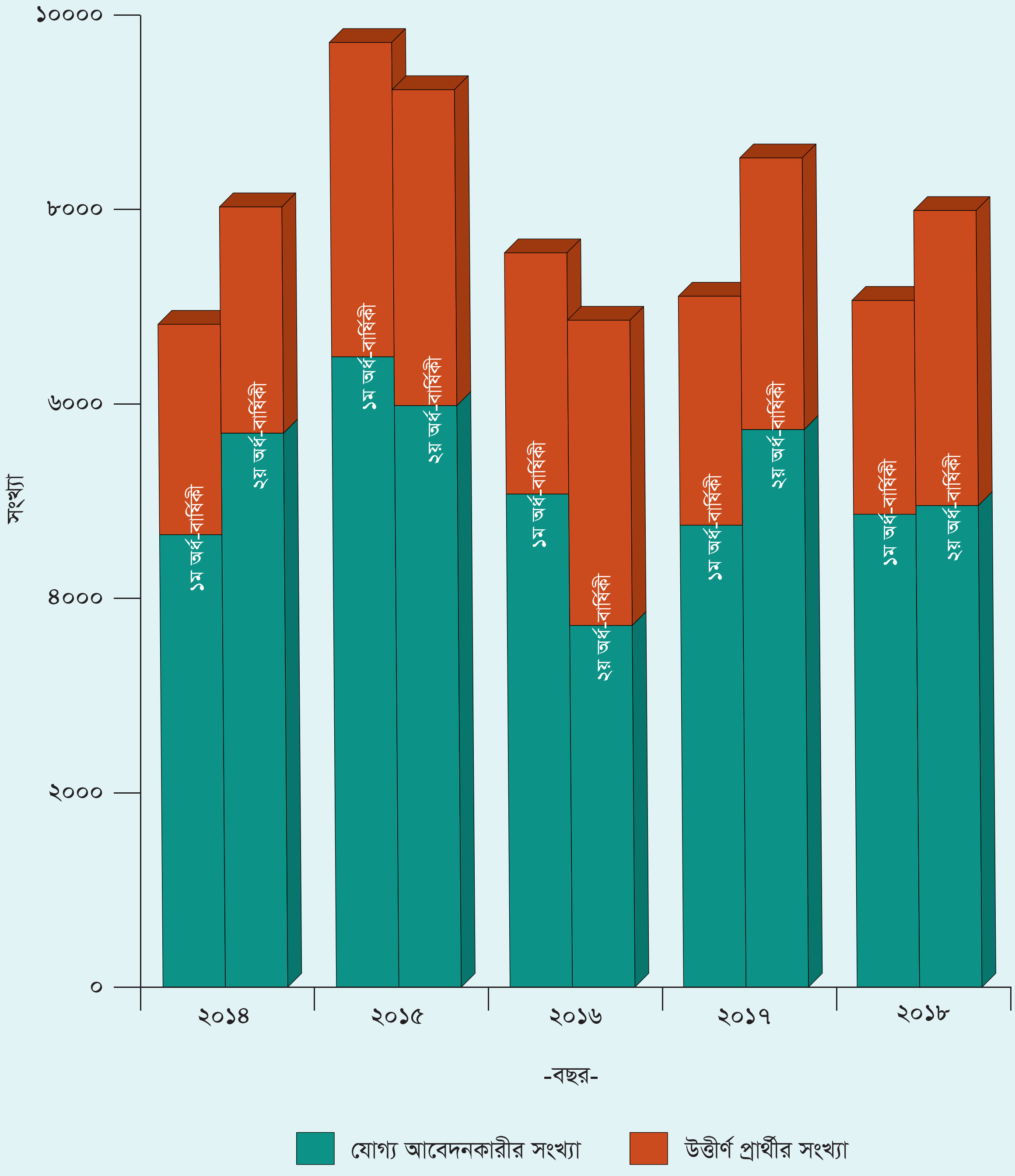

৫.৪. ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১০.১০.২০১৮
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২০.১১.২০১৮
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ৫৪৪০
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৫০৪৫
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৪.০২.২০১৯ — ০৭.০৩.২০১৯
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৪৪৭৫
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৯১৪
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫১৮
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৪৮১১
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২৪৫৭
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৯০৫
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৪২৯৯
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫৮৯
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৩৬৬
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৭.০৭.২০১৯

২. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০১৯

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১৬.০৪.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৬.০৫.২০১৯
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪১৯৩
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৭০৪
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৯.০৮.২০১৯ — ১৪.০৯.২০১৯
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩০৮৯
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৩৯০
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৬৫৬
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫৯১
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৪৮৩
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১১৯৪
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান

সারণি-৫.২ : সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.২]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা		
				১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা	২০১৫	ফেব্রুয়ারি	২১০৬	৯৫২	৬৮৫	১০১২
		আগস্ট	২৬৯৮	১১৯৩	১৩১৫	১১৭৬
	২০১৬	ফেব্রুয়ারি	২৫৪৭	৭২১	৮২৪	৭০২
		আগস্ট	৩০২২	১৩৭০	১৩৬০	১২৯০
	২০১৭	ফেব্রুয়ারি	৩৯৭৯	১৬৫৭	১৬৪৬	১৭৩৫
		আগস্ট	২৬৬৪	৮২৮	৬৫৭	৮৩৪
	২০১৮	ফেব্রুয়ারি	২৬৪৫	১২১৩	১২১৯	১৩০৫
		আগস্ট	৪৫৫৬	২৪৮৪	২১০৯	২৭৬৩
	২০১৯	ফেব্রুয়ারি	৫০৪৫	১৫১৮	১৯০৫	১৩৬৬
		আগস্ট	৩৭০৪	ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান		

৫.৫. সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদের যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন ও উক্ত পদে ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর তারা সবাই সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল (পদোন্নতির জন্য) পরীক্ষা নীতিমালা, ২০১৮-এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সাধারণ আইন, বিধি ও পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভুত) কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৪০%। ০১ জন প্রার্থী একই সাথে তিনটি বিষয়ে অথবা কম সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

৫.২

লেখচিত্র-৫.২ ঃ সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা

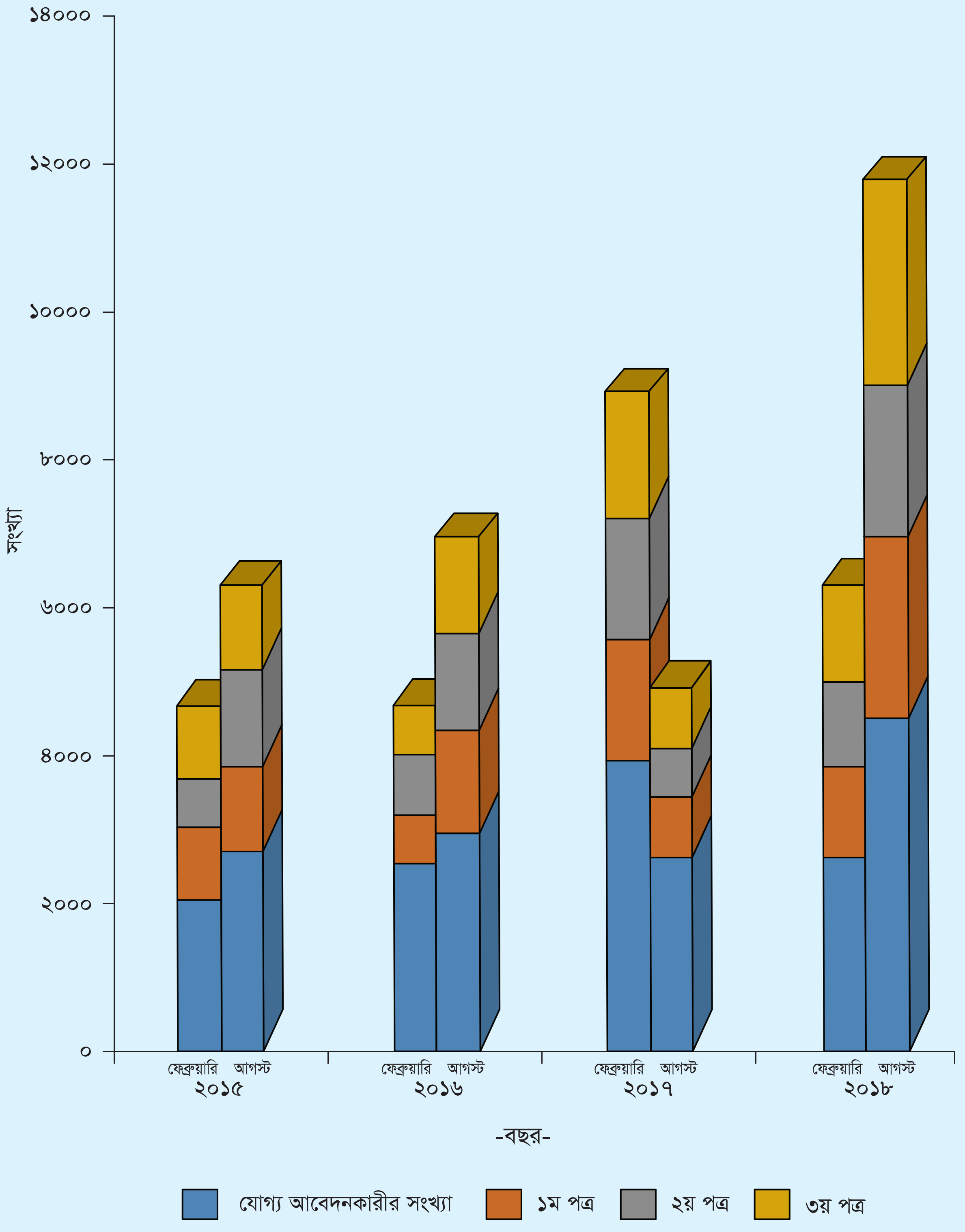

৫.৬. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার তথ্য বিবরণী

১. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০১৯]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ০২.০৪.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০.০৪.২০১৯
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৩
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৩
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২০.০৬.২০১৯ — ২৫.০৬.২০১৯
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ০১
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : কোন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়নি
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : কোন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়নি
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০২.০৯.২০১৯

২. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০১৯]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ৩০.১০.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২০.১১.২০১৯
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৮
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৬
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ১১.১২.২০১৯ ও ১৭.১২.২০১৯
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : কোন প্রার্থী যোগ্য হয়নি
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০৬
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০৬
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০১
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০১
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান

৫.৭. সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হননি কর্ম কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপ :

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্র্যাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস নিম্নরূপ :

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-১০

২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-১০

৩. দাপ্তরিক পত্র-২০

৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-১৫

৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫

৬. সার-সংক্ষেপ-২০

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর : ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. প্রথম অংশ : বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০

২. দ্বিতীয় অংশ : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ এবং Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ)	:
২.	জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ	:
৩.	চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল	:
৪.	চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না	:
৫.	শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না	:
৬.	অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতনস্কেল	:
৭.	বর্ণিত অভিযোগ অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না	:
৮.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না	:

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগাদেশের কপি			
৭.	সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ			
৯.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
১০.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
১১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে ।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল

(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) :

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ :

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল :

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না :

৫. শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না :

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল :

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না :

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ			
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৯.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৬.২. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলি

১. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ) এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শোকজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ) এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

২. উপর্যুক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);

খ. জন্ম তারিখ/এলপিআর-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;

গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল;

ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না;

ঙ. শিক্ষানবিশকাল শেষ হয়েছে কি-না;

চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতনস্কেল;

ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;

জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না এবং

ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি-না।

৬.৩. ২০১৯ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬১
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬১
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬১
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ০০

[পরিশিষ্ট-৬]

সারণি-৬ : বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০১৯)

[লেখচিত্র-৬]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	একমতকৃত মামলার সংখ্যা (%)	দ্বিমতকৃত মামলার সংখ্যা (%)	পরামর্শ প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা (%)
২০১২	১৪৭	১৪৩ (৯৭.২৮)	০৪ (২.৭২)	১৪৭ (১০০.০০)
২০১৩	৯৬	৮৬ (৯৬.৬৩)	০৩ (৩.৩৭)	৮৯ (৯২.৭১)
২০১৪	১০২	৮৯ (৯০.৮২)	০৯ (৯.১৮)	৯৮ (৯৬.০৮)
২০১৫	৯১	৮৮(৯৬.৭০)	০৩ (৩.৩০)	৯১ (১০০.০০)
২০১৬	১২৩	১২০ (৯৭.৫৬)	০৩ (২.৪৪)	১২৩ (১০০.০০)
২০১৭	৯৪	৯৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৯৪ (১০০.০০)
২০১৮	৬৪	৬৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬৪ (১০০.০০)
২০১৯	৬১	৬১ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬১ (১০০.০০)

লেখচিত্র-৬ ঃ বিভাগীয় মামলার কমিশনের পরামর্শ প্রদানের সংখ্যা

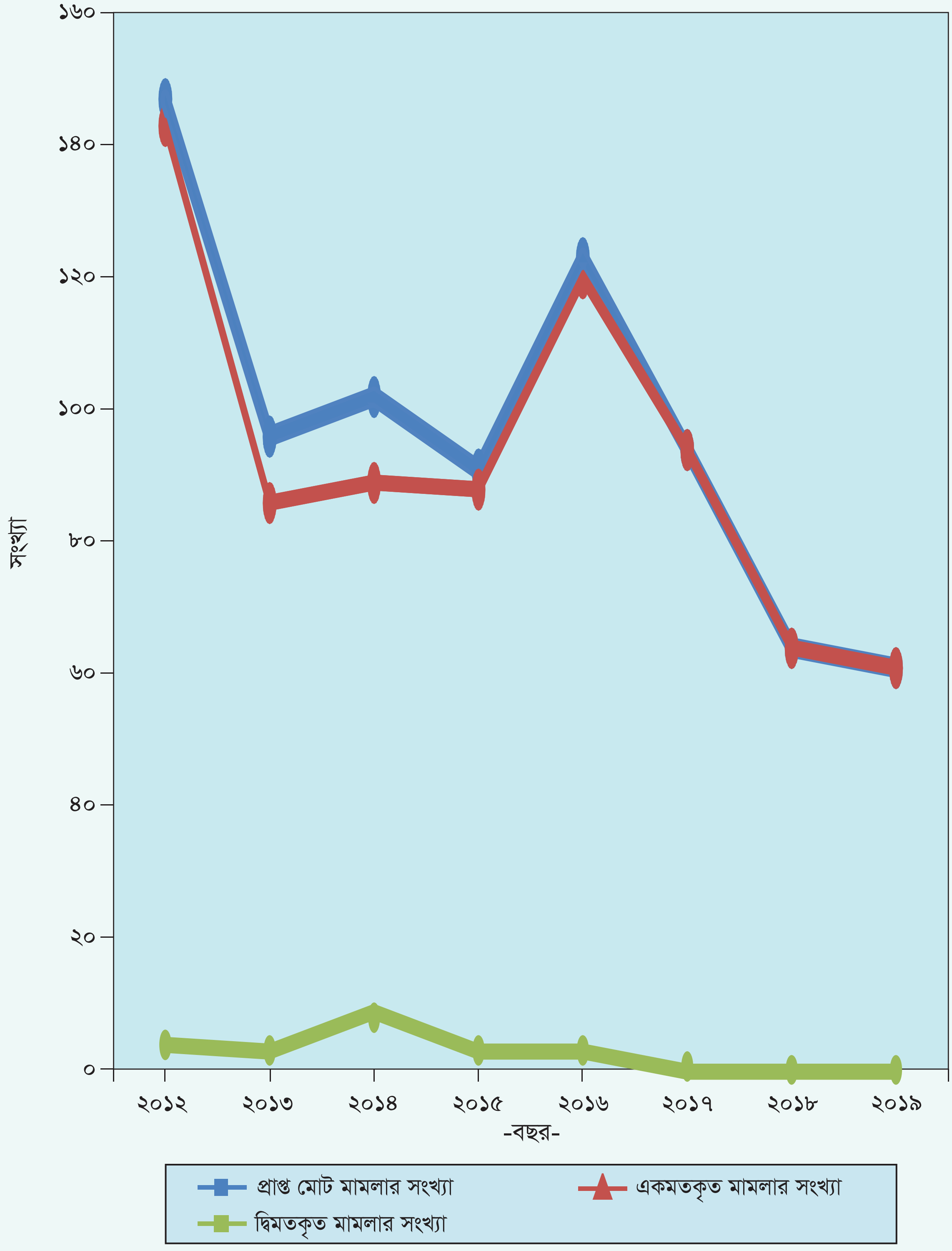

৬.৪. কমিশনের আইন অধিশাখা ও মামলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত (নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিসহ নিয়োগবিধি সংশোধন) সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে দায়েরি যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার বিষয়ে কমিশনের পক্ষে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ (মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা) গ্রহণসহ মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানে আইন অধিশাখা কাজ করে থাকে। সাধারণত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত বা কোনো মন্ত্রণালয়ের চাকরি শর্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের বিপরীতে বাতিল প্রার্থী কিংবা কমিশন কর্তৃক সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পক্ষ করে রিট মামলা দায়ের করে থাকে। দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমাসমূহের মধ্যে রয়েছে রিট মোকদ্দমা, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, আপিল মোকদ্দমা, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (এ.টি), অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আপিল ট্রাইব্যুনাল (এ.এ.টি), কনটেম্পট মোকদ্দমা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা। কমিশনের আইন অধিশাখায় বিচার বিভাগের একজন কর্মকর্তা কমিশনের আইন উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদান করেন। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং ছাড়াও মামলা মোকদ্দমাসমূহের গুরুত্ব এবং এতে সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ বিবেচনায় কমিশন কর্তৃক নিয়োগকৃত একটি নিজস্ব আইনজীবী প্যানেল কমিশনের মামলাসমূহের যথাযথ তদারকি করে থাকে। এ সংক্রান্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য বাজেটে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এতে কমিশন ও সরকারের স্বার্থ আইন ও বিধি মোতাবেক রক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কমিশন জয়ী হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়
নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা

৭.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুন: বিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সবদিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ কমিটির সুপারিশ			
২.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ			
৩.	বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিবরণী			
৫.	প্রজ্ঞাপন আকারে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধির কপি			
৬.	সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগবিধি			
৭.	অর্গানোগ্রামের কপি			
৮.	প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলি			
৯.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের মঞ্জুরিপত্র			
১০.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জিও (অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনসহ)			

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৭.২. ২০১৯ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ২৩টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ২৩টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৭]

সারণি-৭ : ২০১০—২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৭]

সাল	নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ
২০১০	১২
২০১১	২২
২০১২	৩২
২০১৩	২৭
২০১৪	১৭
২০১৫	১২
২০১৬	১৬
২০১৭	২১
২০১৮	২৯
২০১৯	২৩

৭.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন এবং নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৭ সালের ১ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সংশোধিত মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [eminent physician/ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (eminent person) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

লেখচিত্র-৭ ঃ নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ

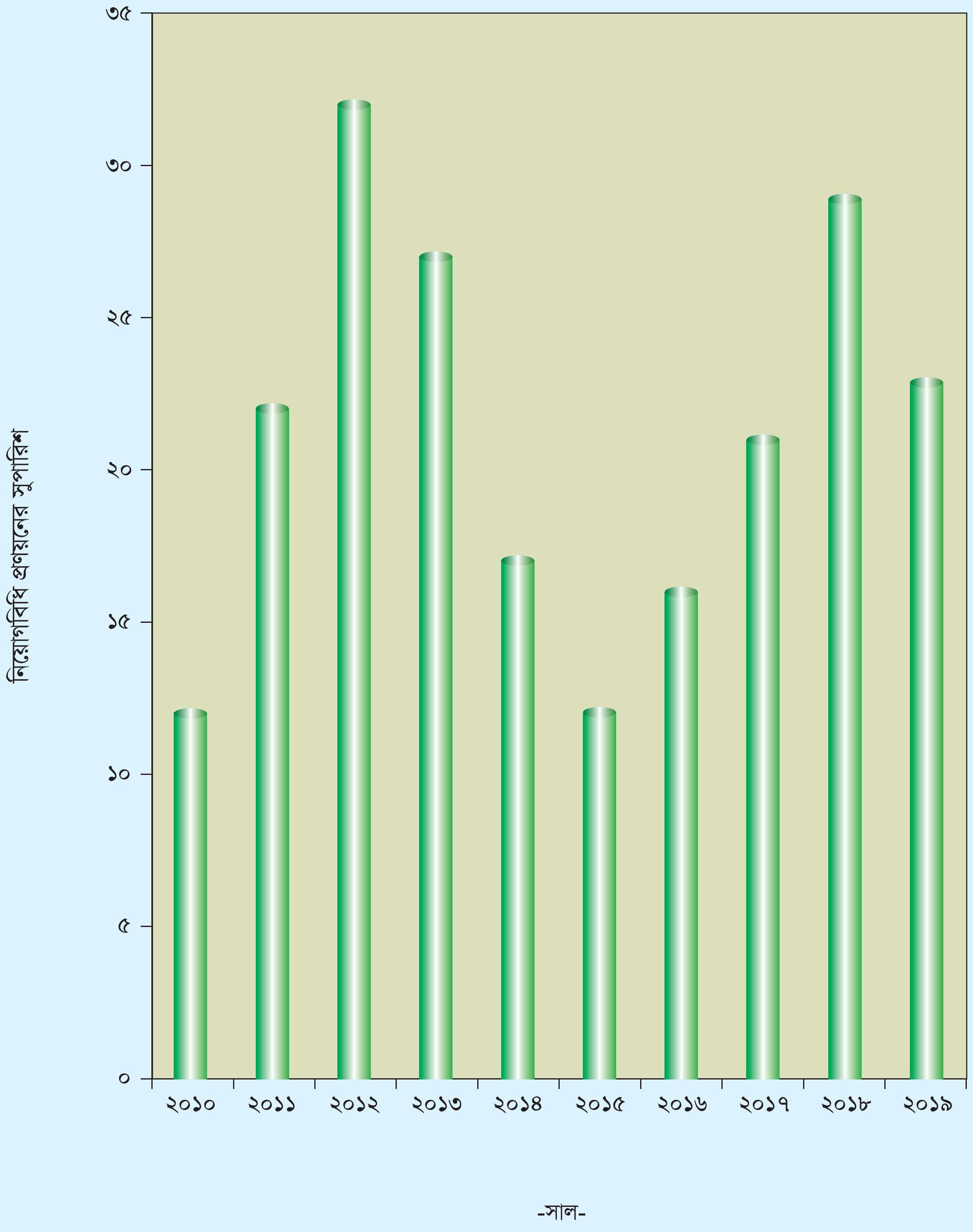

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নম্বর	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
১.	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য - ৫ নম্বর	৫
২.	উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম ১ বছরের ডিপ্লোমা - ৩ নম্বর খ. ২ বছরের ডিপ্লোমা/এমফিল/এমএস/এমডি ইত্যাদি - ৫ নম্বর গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি - ৮-১০ নম্বর প্রার্থীর অর্জিত ডিপ্লোমা/ডিগ্রির কেবল সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে।	১০
৩.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা : ক. ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (required) অভিজ্ঞতার জন্য - ৫ নম্বর খ. পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর হারে সর্বোচ্চ - ৫ নম্বর	১০
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (স্বীকৃত জার্নালে) প্রকাশনা অথবা প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে চাকরি জীবনে দেশে বিদেশে অর্জিত পেশাগত কৃতিত্ব/সাফল্য/ঔজ্জ্বল্য (যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য)	১০
৫.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১৫
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পারফরমেন্স	৫০

গ. যে সব পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সে সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে পূর্বোক্ত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৫ নম্বরের (নিয়োগবিধিতে অন্যরূপ কোনো নম্বর উল্লেখ না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর হয় ১০। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিষয়টি বিজ্ঞাপনে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ঘ. কর্ম কমিশন সচিবালয়ের তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) শাখা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতা বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

৭.৪. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

ক. ২০১৯ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে মোট ০১টি পদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে মোট ৬৫ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন প্রস্তাবসমূহ বিচার-বিবেচনাপূর্বক ৬৫ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে সুপারিশ প্রেরণ করে।

[পরিশিষ্ট-৮]

খ. এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করে সরবরাহ করা হয়।